দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতার কারণেই পাসের হার কমেছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে এখনও অনেকটাই দুর্বল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা। এ কারণেই গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২০০৮ সালে তুলনামূলকভাবে ইংরেজি প্রশ্নপত্র সহজ করার কারণে পাসের হার কিছুটা বেশি ছিল। এবার ইংরেজি প্রশ্নপত্র একটু কঠিন হওয়ার কারণেই পাসের হার কমে যায়। তবে ইংরেজি ও গণিতে একটু ভালো করলেই এ বছর পাসের হার ৮০ ভাগ ছাড়িয়ে যেত বলে অনেকের ধারণা।

এ বছর সাধারণ আট শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার কমেছে ৩ দশমিক ৪ ভাগ। শুধু আট বোর্ডে নয়, দশ বোর্ডের গড় পাসের হার গতবারের চেয়ে কম। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে, সিলেট বোর্ডে অবিশ্বাস্য ৭৮ ভাগেরও বেশি পাসের হার, আড়াই হাজারেরও বেশি প্রতিষ্ঠানের শতভাগ পাস করা, শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমাসহ এ বছর ফলাফলে নানা ইতিবাচক দিক রয়েছে। কিন্তু পাসের হার কমে যাওয়ায় এসব ইতিবাচক বিষয়গুলো ম্লান হয়ে গেছে। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এবার এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নকল করার কোন সুযোগ ছিল না। শিক্ষকরা গুরুত্বের সঙ্গে পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণে পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে।

কয়েকটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা পাসের হার কমার কারণ হিসাবে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের দুর্বলতাকেই দায়ি করেছেন। তারা জানান, এবারের ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র এবং গণিত বিষয় দুটির প্রশ্নপত্র গতবারের চেয়ে একটু কঠিন ছিল। এ কারণে দুর্বল শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ইংরেজির দুটি বিষয় এবং গণিতে গতবারের চেয়ে বিষয়ভিত্তিক পাসের হার গতবারের চেয়ে কমেছে। গতবার ইংরেজি প্রথমপত্রে ৮৭ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। কিন্তু এবার তা কমে হয়েছে ৮২ ভাগ। শুধু তাই নয়, ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রে গতবার পাস করেছিল ৮৬ ভাগ। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৬ ভাগে। গণিত বিষয়ে গতবার পাস করেছিল ৯১ ভাগ। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৭ ভাগে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইংরেজিতে ১০০ নম্বর থাকায় মাদ্রাসা বোর্ডের পাসের হার প্রতিবারই বেড়েছে। এবার মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। গতবার ছিল ৮২ দশমিক ০৬ এবং ২০০৭ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। এ বিষয়টিতে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আরোপ করা হলে তিনি বলেন, আগামীতে মাদ্রাসায় ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরপর মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ফল পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

চট্টগ্রামের ৫৫০টি স্কুলেই নেই ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষক

॥ চট্টগ্রাম অফিস ॥

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে গতবারে পাসের হার ৬৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ থাকলেও এবারে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ১৭ শতাংশে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে এ জেলায় পাসের হার কমেছে ২৭ দশমিক ৮২ শতাংশে। পাসের হার কমেছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সব জেলাতেই। গ্রামের স্কুলগুলোতে এমন ফলাফল বিপর্যয়ে উল্টে গেছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সব হিসাব-নিকাশ। তাই জিপিএ-৫ ধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় ২১৩ জন বাড়লেও বোর্ডের পাসের হার গতবারের চেয়ে ৩ দশমিক ০১ শতাংশ কমে হয়েছে ৬৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। আর এমন বিপর্যয়ের নেপথ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, বোর্ডের অধীনে থাকা ১২৪ স্কুলের মধ্যে ৫৫০টিতেই নেই ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষক। আবার এক-তৃতীয়াংশ স্কুলে শূন্য পাওয়া গেছে প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ। তিন বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এক পরিপত্রের কারণে মফস্বলের স্কুলগুলোতে তৈরি হয়েছে এমন সংকট।

মফস্বলে ফল বিপর্যয়

বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ এনে ২০০৬ সালের ১১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপসচিব বাবুল কুমার সাহা স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়, জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে এখন থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষকের যে কোনো একজন এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবেন। এ পরিপত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, জনবল কাঠামোর বাইরে থাকলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা যাবে না। এমন শর্তারোপের

(১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামের ৫৫০টি

(১৬শ পৃঃ পর)

কারণেই মফস্বলের স্কুলগুলোতে ইংরেজি ও গণিতের শূন্যপদে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেয়নি মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর আলী হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, 'বিধিনিষেধ থাকায় জরুরি হওয়ার পরও পরীক্ষার আগে এসব স্কুলের শূন্য পদগুলো আমরা পূরণ করতে পারিনি। এবারে মফস্বলের ফলাফল তুলনামূলকভাবে খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ এটি।'

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, চট্টগ্রাম মহানগরে মাধ্যমিক স্কুল আছে ১৫৮টি। এসব স্কুলে বিষয়ভিত্তিক কিংবা প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি। ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকের অধিকাংশই মফস্বলের। কারণ চট্টগ্রাম উত্তর জেলায় মাধ্যমিক স্কুল আছে ২৮১টি, চট্টগ্রাম দক্ষিণে ২১০টি, কক্সবাজার জেলায় ১২২টি, রাঙামাটিতে ৭৪টি, খাগড়াছড়িতে ৫০টি ও বান্দরবান জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ২৯টি। এসব জেলা দুর্গম হওয়ায় ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষকরা এখানে পাঠদানে আগ্রহী হয় না। তাই নিয়োগ পেলেও তড়িঘড়ি করে অন্যত্র বদলি হয়ে যান। সরকারি বিধিনিষেধের কারণে এসব শূন্য পদে আর শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় না। ইংরেজি ও গণিতের মতো বিষয় তখন অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে কোনো রকমে চালিয়ে যান স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ প্রসঙ্গে বোর্ড সেরা হওয়া চট্টগ্রাম সরকারি কলেজিয়েট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষায় অধিকাংশ অকৃতকার্য হয় গণিত ও ইংরেজিতে। অথচ মফস্বলের স্কুলগুলোতে এ দুটি বিষয়ে নেই পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক।'

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এবারকার পাসের হার জেলাওয়ারী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মফস্বলের সাথে মহানগরের পাসের হারের ব্যবধান কোনো কোনো জেলায় দ্বিগুণেরও বেশি। যেমন মহানগরের পাসের হার ৮২ দশমিক ৯২ শতাংশ হলেও খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি ও কক্সবাজার জেলায় তা যথাক্রমে ৪০ দশমিক ১৭, ৫৫ দশমিক ৯০, ৬২ দশমিক ৩৬ ও ৬৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ। আবার মহানগরসহ চট্টগ্রাম জেলার পাসের হার ৭২ দশমিক ৩৪ শতাংশ হলেও মহানগর ছাড়া চট্টগ্রাম জেলার পাসের হার মাত্র ৬৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ।